পিকু - প্যাকালে
আর
পাগলা বাস

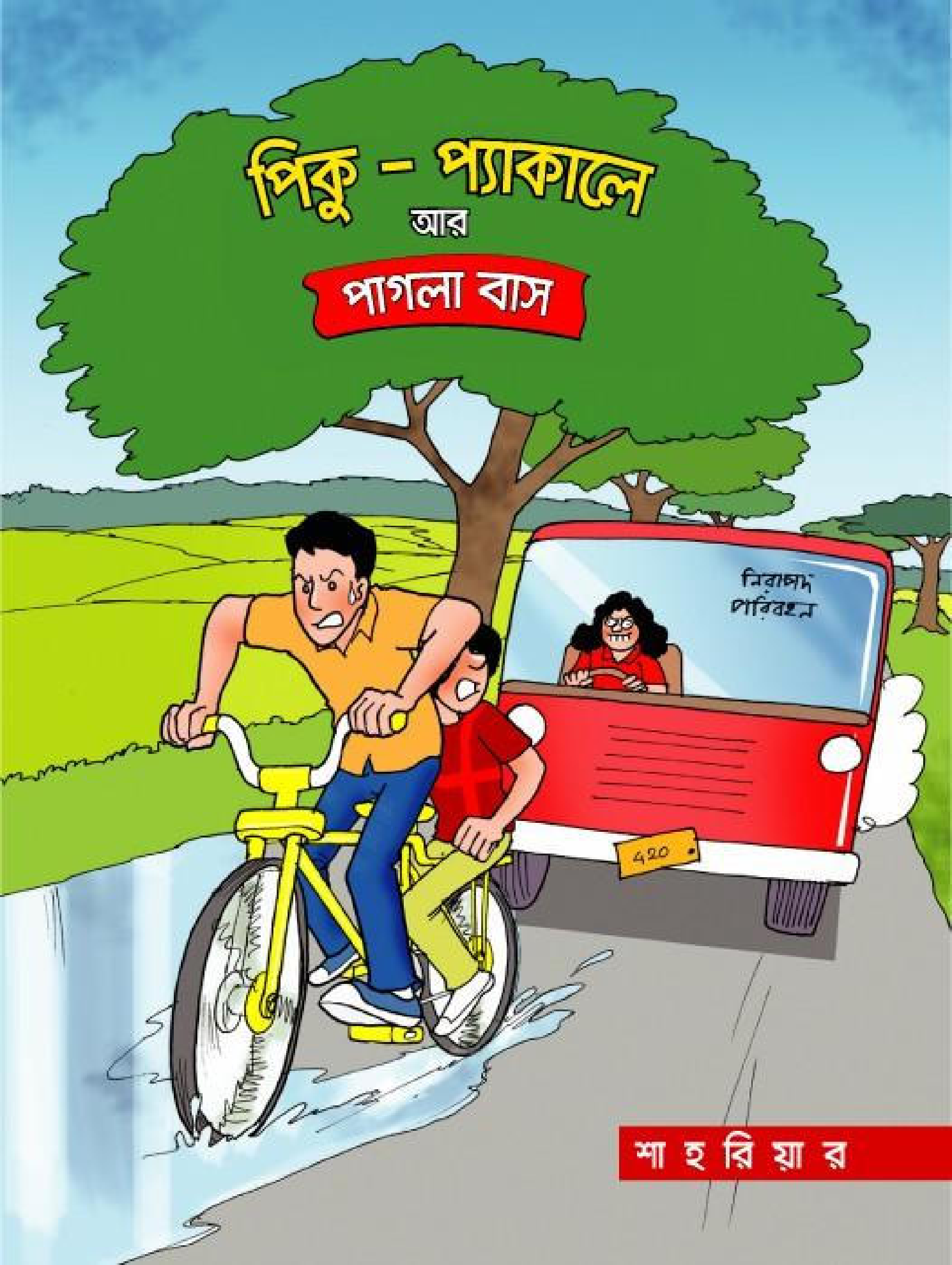

শা হ রি য়া র

© ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড রিসোর্সেস ডেভেলপমেন্ট ইনিশিয়েটিভ (এমআরডিআই)

১ম প্রকাশ : ২০১৫
২য় প্রকাশ : ২০২১

কমিক : শাহরিয়ার খান
মুদ্রণ : ট্রান্সপারেন্ট

তথ্য কমিশন
প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা ১২০৭
ফোন : +৮৮-০২-৪৮১১৭৬৮৩, +৮৮-০২-৪৮১১৭৩৭৯, +৮৮-০২-৪৮১১০৬২৯, ফ্যাক্স :+৮৮-০২-৯১১০৬৩৮
ইমেইল : cic@infocom.gov.bd, ওয়েবসাইট : www.infocom.gov.bd

ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড রিসোর্সেস ডেভেলপমেন্ট ইনিশিয়েটিভ
৮/১৯ স্যার সৈয়দ রোড (৪র্থ তলা), ব্লক-এ, মোহাম্মদপুর, ঢাকা ১২০৭
ফোন : +৮৮-০২-৪৮১১৭৪১২, +৮৮-০২-৪৮১২০৮৭৯
ইমেইল : info@mrdibd.org, ওয়েবসাইট : www.mrdibd.org

পিকু - প্যাকালে আর

পাগলা বাস

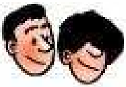

আয়া পড়েন।
আয়া পড়েন।
ওই ডায়রেক্ট ঢাকা! সিটিং সার্ভিস। আয়া পড়েন।
সবাইর আগে ঢাকা পৌঁছায়া দিমু! কোনো চিন্তা নাইক্কা। জীবনের থেইকা সময়ের মূল্য বেশি।
বদমাশ ড্রাইভারটা নিশ্চিত অ্যাকসিডেন্ট করবে। কারণ সামনে ব্রিজ ভাঙা বলে এক সপ্তাহ ধরে এদিকের রাস্তা বন্ধ।
তুই জোরসে চালা। আমি সবাইকে খবর দিচ্ছি।
আরে ভয় পান ক্যা? আমি ২০ বৎসর ধইরা এই লাইনে বাস চালাই। সব শর্টকাট আমার চেনা।
এই ডায়রেক্ট! ডায়রেক্ট! আয়া পড়েন!
নিরাপদ পরিবহন

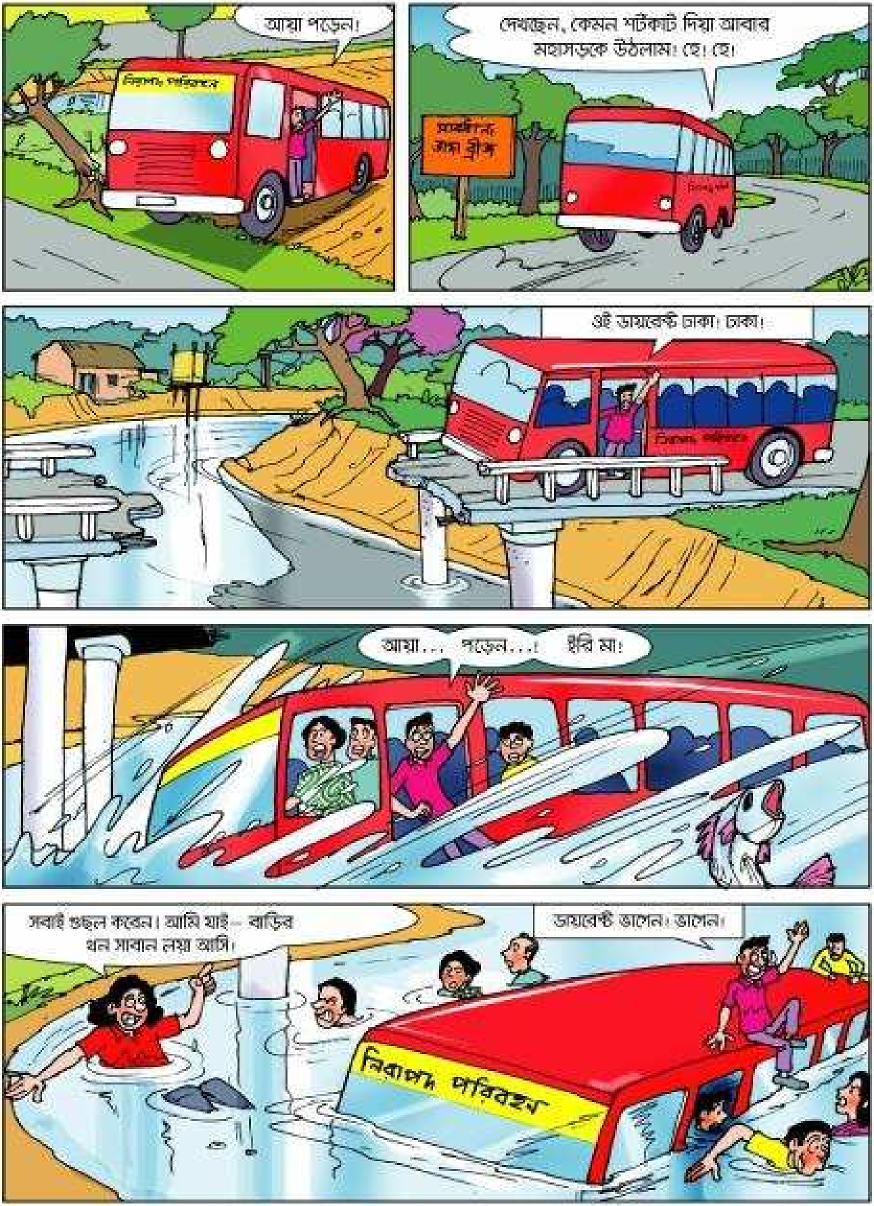
আয়া পড়েন!
দেখছেন, কেমন শর্টকাট দিয়া আবার মহাসড়কে উঠলাম! হে! হে!
ওই ডায়রেক্ট ঢাকা! ঢাকা!
আয়া... পড়েন...!
হরি মা!
সবাই গুছল করেন। আমি যাই— বাড়ির থন সাবান লয়া আসি।
ডায়রেক্ট ডাগেন! ডাগেন!
নিরাপদ পরিবহন

ভাইয়ারা-আপুরা, ভয় পাবেন না, আমরা আপনাদের উদ্ধার করছি।
পরদিন...
দৈনিক আবিষ্কার
৬ আহত, ড্রাইভার পলাতক
এই নিয়ে গত দুই মাসে তিনটা দুর্ঘটনা করল নিরাপদ পরিবহণ।
কী পরিহাস! নিরাপদ পরিবহণ মানে দুর্ঘটনা।
তবে তোরা দুজন বাসটার পেছনে না গেলে কিছু মানুষ মরে যেতে পারত। তোদের বেশ উপস্থিত বুদ্ধি আছে। সাবাশ পিকু আর প্যাকালে!
ব্যাপারটা এখানেই শেষ হবে না। আমরা নিরাপদ পরিবহণকে জবাবদিহি করে ছাড়ব, পিয়া আপু।
প্রথমে আমরা পুলিশদের কাছে খোঁজ নিই।
এসো এসো পিকু-প্যাকালে। তোমরা দুজন তো হিরো।
তোমরা জাতির ভবিষ্যৎ। বলো কী করতে পারি তোমাদের জন্য?
ধন্যবাদ ওসি আংকেল। আচ্ছা, ওই ড্রাইভার গ্রেফতার হয়েছে? আর নিরাপদ পরিবহণ বারবার কেন দুর্ঘটনা ঘটায়?

ড্রাইভার রাঙ্গা তো পলাতক। তবে মামলা হয়েছে এবং কঠিন তদন্ত চলছে।
কিন্তু কেন নিরাপদ পরিবহণ বারবার দুর্ঘটনা করে, তা কী করে বলি? আমরা একশ রকম মামলা নিয়ে কাজ করি। ওসব খুঁটিনাটি ঘাটার সময় পাই না।
ধন্যবাদ ওসি আংকেল। বুঝেছি। আমরা তাহলে উঠি। খোদা হাফেজ।
আহ্! রাগ করছো কেন? আমাদের সীমাবদ্ধতা আছে।
নিরুৎসাহিত না হয়ে– নিরাপদ করপোরেশনের সহকারী সচিব যায়ের সাহেবের কাছে যাও। তিনি তোমাদের সব প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবেন।
ইন্সপেক্টর হাতেম তোমাদের পাঠিয়েছে? হেহ্!
এসব বাচ্চা-কাচ্চা আমার কাছে কেন? কী চাই? ফুটবলের চাঁদা? হেহ্!
আমরা জানতে চাই, নিরাপদ পরিবহণ গত এক বছরে কতগুলো দুর্ঘটনা ঘটিয়েছে?
আর ড্রাইভার রাঙ্গাকে এই সংস্থা কবে এবং কীভাবে নিয়োগ দিয়েছিল?
ভোঁস... ভোঁস...
টিয়া! আরো টিয়া দ্যাও!

এহম্! স্যার? আমরা জানতে চাইছিলাম যে...
তোমরা জানতে চাও মানে? তোমরা কে? আমলা? পুলিশ? সেনা? না। তোমরা সাধারণ জনতা। ফালতু!
এই করপোরেশন নিয়ে তোমাদের প্রশ্ন করার অধিকার কে দিয়েছে?
আমাদের কর্মকাণ্ড নিয়ে প্রশ্ন করা বা জানার কোনো অধিকার তোমাদের নেই। যাও, ভাগো।
আসলেই তো। আমারা কে? আমরা ফালতু। আমরা কীভাবে কর্মকর্তাদের প্রশ্ন করি?
কী? ওই কর্মকর্তা বলেছে তোদের জানার অধিকার নেই? একজন সরকারি কর্মকর্তা এভাবে কথা বলতে পারে না।
কিন্তু সে তো ঠিক বলেছে। আমরা জনগণ। ফালতু। এইটুকু সাইজের ছোটলোক। তারা তো সব দৈত্য।
ওই কর্মকর্তাকে একটা শিক্ষা দিতে হবে। সে জনতার টাকায় চলে এবং আমাদের সবারই তাদের কর্মকাণ্ড জানার অধিকার আছে।
এ হচ্ছে তথ্য অধিকার আইন। এই আইনের আওতায় আমরা কর্তৃপক্ষের কাছে তথ্য চেয়ে অনুরোধ করতে পারি। কর্তৃপক্ষ আমাদের সেই তথ্য দিতে বাধ্য।

ব্যাটা মিথ্যুক!
জোচ্চোর!
চল রে প্যাকালে!
চল পিকু!
দাঁড়া, দাঁড়া! এভাবে গেলে কেবল ঝগড়া হবে। কোনো কাজ হবে না।
যেহেতু এই অফিসার জনতার তথ্যের অধিকার অস্বীকার করে, সেহেতু আমরা তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী তথ্য চাইব। তাতে ওরা আনুষ্ঠানিকভাবে তথ্য দিতে বাধ্য।
আইন অনুযায়ী একটা নির্দিষ্ট ফরমে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে তথ্য চাইব।
এই ফরমটা তথ্য কমিশনের ওয়েবসাইটে পাওয়া যায়। তবে এটা বাড়ির পাশের ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারেও পাওয়া যায়।
একটা তথ্য আবেদন ফরম দিন।
এবার ফরম পূরণ কর। এটা দিতে হবে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বরাবর। এবার নির্ভুলভাবে লিখ– কী কী তথ্য জানতে চাস। ভুল করলে ওরা তোকে ভোগাবে।
এটা নিরাপদ করপোরেশনের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে দেয়ার সময় একটা ফটোকপিতে তার সিল-স্বাক্ষর রাখবি।
এখানে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কে?
কী চাই, ব্রাদারগণ?
আমিই সেই দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা।
আমার নাম আবুল...
খুক্কুর...খুক্কুর...কাশেম!
আবুল কাশেম!

তা কী চাও তোমরা?
আমরা তথ্য চেয়ে এই আবেদনপত্রটা জমা দিতে এসেছি। এই নিন।
হুম। সব ঠিক ঠিক লাগছে। কিন্তু এসব গ্যাঞ্জামের কী দরকার? খায়ের সাহেবের কাছে গেলেই তো...
খায়ের সাহেব মনে করেন, আমাদের তথ্য চাওয়ার অধিকার নেই।
আমরা আইনসিদ্ধভাবে তথ্য চাই।
হুহ্। সব খাটনি আমার ওপরে। এই যে সিল দিয়ে কপি দিলাম। তথ্যের কপি পেতে কত খরচ লাগবে জানিয়ে দেব, তখন পাঁচ কর্মদিবসের মধ্যে টাকা জমা দিবা।
আর তথ্য পাবা ২০ কর্মদিবসের মধ্যে।
মানে প্রায় এক মাস?
এর মধ্যে ওই বদমাশ বাস্তা ড্রাইভার তো আরেকটা ঘটনা ঘটাবে।
এহেম্। হে হে– হে হে কী ফাইল খোঁজেন আপনারা? টেন্ডার? নিয়োগ? পোরমোশন?
আমার নাম হে হে হাসেম। আবুল হাসেম। আপনেরা যা খুঁজতাছেন তা আমি দিতে পারি।
আমরা নিরাপদ পরিবহণের দুর্ঘটনা এবং ড্রাইভারদের রেকর্ড খুঁজছি।
নো প্রবলেম। যা ফাইল চান সব কপি কইরা দিতে পারি। প্রতি ফাইল ১ হাজার ট্যাকা। সব হইবে গোপনে।
ধন্যবাদ হাসেম ভাই। কিন্তু আমরা গোপনে কিছু চাই না। ঘুষও দিই না। যা নেব– অধিকার দিয়ে নেব।

পরদিন
কী চাই কাশেম?
খুক-খুক। কয়েকটা ফাইল চাই, স্যার।
গতকাল দুটি ছেলে তথ্য চেয়ে আবেদন করেছে। বিষয়, আমাদের দুর্ঘটনা আর ড্রাইভারদের রেকর্ড। ফাইলগুলো এখন আপনার কাছে, স্যার।
পিকু-প্যাকালে? কত বড় সাহস।
দেব না। না।
অফিসিয়াল সিক্রেটস অ্যাক্ট আছে। এসব তথ্য দিলে সরকারের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হবে। তথ্য চাইলেই হলো?
যাও। ওদের বলে দাও— ওদের কোনো তথ্য চাওয়ার বা পাওয়ার কোনো অধিকার নেই।
কিন্তু স্যার ওরা তো তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী তথ্য চেয়েছে, ওদের অধিকার আছে।
সে ক্ষেত্রে আইন অনুযায়ী বলে দাও যে এসব তথ্য অতি গোপনীয় ও সংবেদনশীল। অতএব ওরা কিছু পাবে না।
প্রথমে ১০ দিন ওদের ঘোরাও।
জি স্যার।
হ্যাঁ রে পিকু, এক সপ্তাহ পার হয়ে গেল। কাশেম সাহেব তো তথ্যের খরচ বলল না।
হ্যাঁ। সে ফোনও ধরে না। আজ চল ওখানে যাই।

আরে এটা কাশেম সাহেব না?
তাই তো!
কাশেম সাহেব? এই যে কাশেম সাহেব।
কাশেম সাহেব?
জলদি তোমার কুমড়াটা দাও দেখি।
এই যে কাশেম সাহেব– কী ব্যাপার?
আশ্চর্য তো!
উহ্‌! বড় বাঁচা বেঁচেছি।
আস সালা মুয়ালাইকুম।
ই ই ই
আমার কোনো দোষ নাই। তোমরা পরশু উত্তর নিয়ে যাবা, বিদায়!
আচ্ছা! তাহলে কাশেম সাহেব তোদের এড়িয়ে চলার চেষ্টা করছে? তার মানে ওরা খুব সম্ভবত তথ্য দিতে অপারগতা প্রকাশ করবে।
তুমি না বললে, ওরা তথ্য দিতে বাধ্য?

হ্যাঁ বাধ্য। তবে আইনের মধ্যে কিছু ব্যতিক্রম আছে। মন্দ লোকেরা সব সময় ব্যতিক্রমের আশ্রয় নিয়ে প্রত্যাখ্যান করে।
ব্যতিক্রম আছে, তাই বলে ব্যতিক্রম দেখিয়ে যেকোনো তথ্য প্রত্যাখ্যান করার সুযোগ নেই।
কিন্তু ব্যতিক্রমগুলো আইনে সিদ্ধ হলে আমাদের কী করার আছে?
এই ধরনের পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য এই আইনে আরো পথ আছে।
শুক্র ৬
শনি ৭
রবি ৮
বসো। অনেক খেটে তোমাদের উত্তর রেডি করেছি।
এই নাও।
এটা আপনি কী দিলেন!
যা দিয়েছি ঠিকই দিয়েছি। অন্য কিছু করার নেই। যাও, এবার বাড়ি যাও।
কিন্তু আপনি আমাকে একটা বাজারের লিস্ট ধরিয়ে দিয়েছেন।
ওহ্! সরি! সরি! ভুল করেছি! এই যে! এই যে! এই তো!
সরি ভাইয়ারা। আমরা তোমাদের কোনো তথ্য দিতে পারছি না।

তথ্য দিতে না পারার কারণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন যে, এসব তথ্য সংবেদনশীল এবং এসব তথ্য প্রকাশ করলে...
...সরকারের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ হবে!!!
হা হা হা।.. দুর্ঘটনা আর ড্রাইভারদের রেকর্ড নাকি সংবেদনশীল এবং এগুলো প্রকাশ করলে নাকি সরকারের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ হবে।
হতেই পারে– নিরাপদের বাসগুলো আসলে অ্যাটম বোমা। এটি সংবেদনশীল তথ্য। হা হা হা।
আর এই করপোরেশন এত দুষ্কর্ম করছে যে সে তথ্য প্রকাশ পেলে সরকারি ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ হবে।
ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ হবার মতো কাজ করছেন নাকি আপনারা? তাহলে তো তথ্য প্রকাশ আরো জরুরি। হা হা। আসি আজ।
এবার আমাদের যুদ্ধের পালা। আমরা আপিল করব। যা প্যাকালে, ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার থেকে একটা আপিল ফরম নিয়ে আয়।
করপোরেশন সচিব মাহবুব আলীর কাছে প্রতিকার চেয়ে ফরমটা পূরণ কর।
এবার সেটা সচিবের পিএস-এর কাছে জমা দিবি। জমা দেয়ার প্রমাণ রাখবি।
এবার ১৫ দিন অপেক্ষা কর।
না!
না!
কটা গ্রাম্য ছোঁড়ার বেয়াদবি সহ্য হচ্ছে না! ওই আপিল দরখাস্ত গ্রহণ করলে কেন?

এই আপিল দরখাস্ত ছিঁড়ে ফেলো।
সেটা বেআইনি হবে, স্যার।
এটা সচিব স্যারকে দিচ্ছি। আপনি ওনার সাথে কথা বলেন।
কী বিষয়, পিএস সাহেব?
তথ্য চাওয়া বিষয়ে একটা আপিল, স্যার।
হুম। এসব তথ্য আমরা আবেদনকারীকে দিইনি কেন?
কারণ ওসব তথ্য দিতে আমি নিষেধ করেছিলাম।
কিন্তু তার আগে স্যার, শুভ জন্মদিন। আপনি স্যার পৃথিবীর সেরা বস।
ধন্যবাদ খায়ের– যদিও জন্মদিনটা গত মাসে ছিল। কিন্তু এত বড় কেক আনার কী দরকার ছিল?
স্যার, দুদিন পর মন্ত্রণালয়ের সচিব হবেন। তখন যেন আমাকে মনে রাখেন তাই এই কেক।
তারপর আপনি আরো বড় হবেন। নিন, কেক কাটেন।
সত্যি?
অবশ্যই! আপনি এই করপোরেশনের যেভাবে উন্নতি করেছেন তাতে আপনার উন্নতি কে ঠেকায়?
তবে স্যার, এটাও ঠিক যে এই করপোরেশনের কিছু দুর্ঘটনার রেকর্ড আছে।
যদিও দুর্ঘটনা দুর্ঘটনাই, কিন্তু কেউ যদি দুর্ঘটনার রেকর্ড নিয়ে প্রচার করে যে এই প্রতিষ্ঠান দুর্ঘটনা নিয়ে মাথা ঘামায় না– তখন তো বদনাম হবে আপনার। সেটা অন্যায়।

তাই স্যার যখন পিকু-প্যাকালের মতো দুজন অর্বাচীন করপোরেশনের তথ্য চেয়েছে, আমি তা প্রত্যাখ্যান করেছি।
এসবই স্যার এই প্রতিষ্ঠানের স্বার্থে। (গাব...গাব) এবং আপনার সুনাম ও উন্নতির স্বার্থে (গাব গাব)।
খায়ের, তুমি ঠিক কাজ করেছ।
সেক্রেটারি হিসেবে প্রতিষ্ঠানের সুনাম রক্ষা আমার কাজ। আপিল প্রত্যাখ্যান করুন।
কী কেলেঙ্কারি! তুই এখানে কী করিস? জলদি ভাগ।
স্যার, এত টাকা দিয়া চাকরি লয়া পলায়া থাকতে ভালো লাগে না! আমারে একটা কাজ দেন।
ওরে দুম্বা, অমন জঘন্যভাবে বাস না চালালে তো তোকে লুকিয়ে থাকতে হতো না! বাস চালাতি— ডিজেলও চুরি করতে পারতি।
ভুল করছি— মাফ কইরা দেন। একটা কাজ দেন। আপনের ড্রাইভারের কাজটা দেন।
তোর মতো পাগলার হাতে আমার গাড়ি দেব? মাথা খারাপ! আমি মরতে চাই না।
তুই চুপচাপ একটা মাস কাটিয়ে দে, আমি তোকে আবার বাসের ডিউটিতে ঢুকিয়ে দেব।

গিয়াস, আমার ড্রাইভার আজিজকে গাড়ি রেডি করতে বলো।
বাসায় চলো, আজিজ।
এক মিনিট, তুমি তো আজিজ না। কে তুমি?
আমি স্যার করপোরেশনের ড্রাইভার। আজিজের হঠাৎ পেটে ব্যথা। আমারে কইলো, তুই ডিউটি দে।
আচ্ছা ঠিক আছে। সামনের ভ্যানটা খেয়াল করো।
কুনো চিন্তা নাই।
আমি অভিজ্ঞ ড্রাইভার।

আরে সুপারম্যান।
আরে, ড্যান ম্যান!
হা হা হা হা।
দেখলেন স্যার, গাধাড়া কেমনে রকেটের মতো উইড়া পড়ল?
গাড়ি থামাও। জানোয়ার।
আরে একটু লাইগ্গা গেছে বইলা এত চ্যাতেন ক্যা? সব গাড়ি একটু-আধটু গুঁতা খায়। তাতে কী হয়?
ওরে শয়তান! তুই গাড়ি থামাবি?
আইচ্ছা! আইচ্ছা! গাড়ি থামাইতাছি!
বদমাশ ড্রাইভার, আমি তোর শেষ দেখে ছাড়ব।

পরদিন
নিরাপদ করপোরেশন থেকে আমি কাশেম বলছি। ফোন করলাম, কারণ আপনাদের অনেক পেরেশানি হচ্ছে।
আমি আগে থেকে জানিয়ে দিচ্ছি যে সেক্রেটারি স্যার আপনাদের আপিলটা প্রত্যাখ্যান করার নির্দেশ দিয়েছেন।
তাহলে ওরা আপিলটাও প্রত্যাখ্যান করছে?
হ্যাঁ আপা!
তোমার এই তথ্য অধিকার আইন ভুয়া। এই আইন কেবল আমাদের অধিকারের মরীচিকা দেখায়।
কারণ কর্মকর্তারা ইচ্ছামতো যেকোনো অজুহাতে সবার আবেদন প্রত্যাখ্যান করতে পারে। এটা অর্থহীন।
তুই ভুল বলছিস!
খারাপ লোক আইনের ফাঁক খোঁজে। তাই ওরা প্রত্যাখ্যান করেছে। এখন আমরা বিষয়টা নিয়ে যাব তথ্য কমিশনে।
তথ্য কমিশনে আমরা প্রমাণ করতে পারব যে ওরা মিথ্যা অজুহাতে তথ্য দেয়নি। এতে ওরা শায়েস্তা হবে।
কমিশন আমাদের পক্ষে রায় দিলে আমরা একদিকে তথ্য পাব, আর অন্যদিকে দায়ী কর্মকর্তাকে দিতে হবে জরিমানা।
তাই?
এমনকি কমিশন দায়ী ব্যক্তির বিরুদ্ধে বিভাগীয় শাস্তির সুপারিশ করতে পারে।
একজন চাকরিজীবীর জন্য এসব পদক্ষেপ অপমানমূলক ও ক্ষতিকর। অতএব নিরাশ হবি না।

এদিকে
স্যর ডেকেছেন?
কাশেম সাহেব, এই করপোরেশনের সব দুর্ঘটনা আর ড্রাইভারদের রেকর্ড আমি দেখতে চাই।
ব্যাপারটা খায়ের সাহেব যেন না জানে। বুঝেছেন?
জি স্যর
আর আমি তথ্য চাওয়ার যে আপিল প্রত্যাখ্যানের নির্দেশ দিয়েছিলাম সেটা প্রত্যাহার করলাম। ওরা যা তথ্য চায়, সব দিয়ে দিন।
তাতে আমাদের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হবে না?
এই প্রতিষ্ঠানের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হবার মতো কাজ করার কথা না। যদি করে থাকে তবে সেটা সবার জানতে হবে এবং সেটা সঠিক করা আমাদের দায়িত্ব।
সুন্দর কিন্তু মিথ্যা ভাবমূর্তি কার জন্য? কোনো ভালো লোক মিথ্যা ভাবমূর্তির আশ্রয় নেয় না।
আমাদের কাজ মানুষকে সেবা করা। সেটা মিথ্যা দিয়ে হয় না। ফাইল আনুন।
কয়েক দিন পর।
ক্রিং ক্রিং
হ্যালো?
তাই? ইয়াহু!
নিরাপদ করপোরেশন আমাদের জন্য সব তথ্য প্রস্তুত করেছে। চল প্যাডালে।

কিছুক্ষণ পর
এই যে আপনাদের জন্য যাবতীয় তথ্য এখানে ফটোকপি করে দিয়েছি।
ধন্যবাদ কাশেম সাহেব। আশা করি, এ তথ্যগুলো নিয়ে আমরা করপোরেশনকে আরো দায়িত্বশীল করে তুলতে পারব।
অ্যা!?
একি কাশেম! তুমি কার নির্দেশে এসব ফাইল এই ছোকরাদের দিচ্ছ? তোমার কত বড় সাহস যে...
ওটা আমার নির্দেশে দিচ্ছে, খায়ের সাহেব। আমি সিদ্ধান্ত পালটেছি।
এবং এসব ফাইল আমি নিজে পড়ে যা পেয়েছি, তা আপনার জন্য সুখবর নয়।
আমি তোমাদের ধন্যবাদ দিই। তোমরা নাড়াচাড়া না করলে আমি খেয়াল করতাম না যে খায়ের সাহেব বরাবরই ড্রাইভার নিয়োগে অনিয়ম করছেন।
উনি কখনো দুর্ঘটনার জন্য কোনো ড্রাইভারকে শাস্তি দেন না। কিছুদিন তাদের বসিয়ে রেখে নতুন দায়িত্ব দেন।
এর ফলে দিনে দিনে করপোরেশনের বাস দুর্ঘটনার হার বেড়েই চলছে। আমি খায়ের সাহেবের বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা নিচ্ছি।
এই ফাইলগুলোর তথ্য নিয়ে তোমরা সবার সাথে শেয়ার করো। সেই সাথে বলো, আমরা অ্যাকশন নিচ্ছি।
ইয়াহ!

পিকু ওই বাসটা আমাদের দিকে পাগলের মতো আসছে।
বাঙ্গা?
শক্ত হয়ে থাক প্যাকালে!
অতঃপর
চমৎকার! তোমরা দুর্দান্ত! বাঙ্গা ড্রাইভারকে ধরার জন্য তোমাদের স্যালুট করি।

...এবং আমি আমার ছোট ভাইদের নিয়ে খুব গর্বিত।
এই ফাইলগুলো নিয়ে আমরা শহরে জনসচেতনতা বাড়াব। আমরা নিরাপদ করপোরেশনকে সত্যিই নিরাপদ করে তুলতে চাপ দেব।
তোদের যখন জনগণের তথ্য অধিকার নিয়ে এত আগ্রহ– যাবি নাকি আমার সাথে ঢাকায়, তথ্য কমিশনে?
কাল পাশের বাড়ির সালাহউদ্দিন চাচার অভিযোগের শুনানি আছে তথ্য কমিশনে। চাচা আবেদন করে এবং পরে আপিল করেও তথ্য পাননি।
অবশ্যই যাব।
...আপিল প্রত্যাখ্যানের পর সালাহউদ্দিন চাচা ৩০ দিনের মধ্যে একটা ফরমে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দিয়েছিল।
তথ্য কমিশন সর্বোচ্চ ৭৫ দিনের মধ্যে অভিযোগ নিষ্পত্তি করে। কমিশনে শুনানি হয়েছে, কমিশন অনুসন্ধানও করেছে। আজ নিশ্চয় রায় হবে।
তথ্য কমিশন
এফ ৪/এ আগারগাঁও
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

সালাম সালাহউদ্দিন চাচা।
তোমার অপেক্ষায় ছিলাম পিয়া। চলো ভেতরে।
সবাই এসে গেছেন। অতএব অভিযোগের শুনানি শুরু করছি।
গত জুলাই মাসে সালাহউদ্দিন সাহেব বাদেকুশা ইউনিয়ন পরিষদের সচিব খালেদ সাহেবের কাছে নির্ধারিত ফরমে তথ্য চেয়ে আবেদন করেছিলেন।
'ইউনিয়নের কারা কারা বয়স্ক ভাতা পান' তার একটা তালিকা সালাহউদ্দিন সাহেব আপনার কাছে চেয়েছিলেন।
জি। তবে আমি সেটা ওনাকে দিইনি।
তারপর উনি ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যানের কাছে আপিল করেছিলেন, যা প্রত্যাখ্যান করা হয়। কিন্তু কেন?
আমি যে কারণে তথ্য দিইনি, চেয়ারম্যান সাহেবও একই কারণে আপিল নেননি। আমরা যার-তার কাছে তথ্য দিই না।
কারণ এই তালিকা অতি গোপনীয়, ইহা দিলে রাষ্ট্রের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হয়।
বয়স্ক ভাতার তালিকা অতি গোপনীয়! এতে আবার ভাবমূর্তিরও ক্ষতি হয়!!
আমরা বিষয়টি অনুসন্ধান করেছি, দেখলাম সত্যিই ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হয়। তবে সেটা রাষ্ট্রের নয়। আপনার।
কারণ ওই তালিকায় আপনার স্বজনদের নাম রয়েছে। তাদের কারোই বয়স্ক ভাতা পাবার কথা নয়।

এমনকি পাওয়ার যোগ্য নয়, এমন ব্যক্তির নামেও আপনারা বয়স্ক ভাতা দিচ্ছেন।
আপনি দোষী। এতএব আগামী পাঁচ দিনের মধ্যে সালাহউদ্দিন সাহেবকে তার চাহিত তথ্য দেবেন।
নির্ধারিত সময়ে তথ্য না দেয়ায় আপনাকে ৫ হাজার টাকা জরিমানা করা হলো। তা ছাড়া ক্ষতিপূরণ বাবদ সালাহউদ্দিন সাহেবকে ৩ হাজার টাকা পরিশোধ করবেন।
আর আপনার দুর্নীতির ব্যাপারে বিভাগীয় তদন্ত ও ব্যবস্থা নেয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে সুপারিশ পাঠিয়ে দিচ্ছি।
পিকু-প্যাকালে এখন বালেকুশা শহরে বিখ্যাত। ওদের কারণে এখন বালেকুশা শহরে অনেক সড়ক দুর্ঘটনা কমে গেছে। নিরাপদ করপোরেশন থেকে বাজে ড্রাইভার সব বাদ হয়েছে।
পিকু প্যাকালের দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হয়ে সবাই এখন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আত্মবিশ্বাস নিয়ে কথা বলে। তার ফলাফল ইতিবাচক।
বালেকুশা ধীরে ধীরে একটি আদর্শ শহর হয়ে উঠেছে।

তোমরা যারা বাংলাদেশকে দুর্নীতিমুক্ত ও আরো উন্নত করতে চাও, মনে রেখো, সেটা অনেকভাবেই করা সম্ভব।
আর এই 'অনেক ভাবে'র মধ্যে তথ্য অধিকার আইন একটা মোক্ষম হাতিয়ার।
মনে রাখবে, তোমরা কর্তৃপক্ষের নিকট যত বেশি তথ্য চাইবে, কর্তৃপক্ষ তত সচেতনভাবে জনগণের সেবা করবে। কারণ...
তথ্য প্রকাশের সাথে সাথে কে কী ভুল করছে তা প্রকাশ হয়ে যায়। তাতে ভুল শোধরানো সম্ভব হয় আর সবাই সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারে।
এজন্যই বলে, জ্ঞানই শক্তি।
সঠিক তথ্যসমৃদ্ধ জ্ঞানই শক্তি

জনগণের সকল তথ্য জানার অধিকার রয়েছে

তথ্য অধিকার আইন অনুসারে কোনো নাগরিকের আবেদনের প্রেক্ষিতে কর্তৃপক্ষ তাকে তথ্য সরবরাহ করতে বাধ্য।

সকল সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত ও সংবিধিবদ্ধ সংস্থা এবং সরকারি ও বিদেশি সাহায্যপুষ্ট এনজিও এই আইনে কর্তৃপক্ষ হিসেবে বিবেচিত হবে।

তথ্য কমিশন

MRDI

The Asia Foundation